বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি
তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের জাতীয় সংগঠন

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সোমবার, ৩১ মার্চ ২০০৮

‘বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮’-এর দ্বিতীয় দিনেই জমজমাট ভীড়, স্কুল শিক্ষর্থীদের মেলায় উল্লাস

‘প্লিজ ভাইয়া... আর পাঁচ মিনিট। একটু অপেক্ষা করেন।’ এভাবেই মেয়েরা আবদার জানিয়েছিল ‘বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮’-এর অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটির চেয়ারম্যান ইউসুফ আলী শামীমকে। তখন মেয়েরা এমন এক জায়গায় যেখানে নিজের পছন্দমত গান শিল্পীর মত করে গাওয়া যায়। মাইক্রোফোনে যে কোন গান গাইলেই ঐ গানের সুর স্পিকারে ভেসে ওঠে। সেই সাথে গানের কথাও। এমনই এক যন্ত্র দেখতে ছাত্রীরা ভীড় করেছিল মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারের দশ তলায়।

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি আয়োজিত ‘বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮‘ মেলার দ্বিতীয় দিন, অর্থাৎ আজ, ৩১ মার্চ ২০০৮, সোমবার থেকে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা পদ্ধতি সর্বাধুনিক ও সর্বশেষ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে ঢাকার নির্বাচিত ২০টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মেলায় আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেই কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা শহরের শঙ্কর এলাকার আলী হোসেন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদেরকে মেলায় নিয়ে আসা হয়েছিল। বেলা ১২টায় মেলা কমিটির নিজস্ব গাড়িতে চলে আসে ছাত্রীরা। সেই সাথে এসেছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ও দুইজন সহকারী শিক্ষিকা। তারা সঙ্গে ছিলেন ছাত্রীদের দেখাশোনা করার জন্য। স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ের ছাত্রীরা বাস থেকে নেমে আসে খোলা হাওয়ায় উড়ে বেড়ানোর আনন্দ নিয়ে। এরপর বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির পরিচালক ইউসূফ আলী শামিম দায়িত্ব নেন তাদেরকে মেলা ঘুরিয়ে দেখানোর। তার সাথে ছাত্রীরা সুশৃঙ্খলভাবে মেলায় প্রবেশ করে, ঘুরে দেখে প্রতিটি ফ্লোরের মেলার প্রতিটি স্টল। প্রতিটি স্টলেই তারা অপার বিস্ময়ে প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। আলী হোসেন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী সাইমুন আখতার মুনমুন মেলায় আসার আগে সে কি ভেবেছিল এ বিষয়ে জানালো– ‘যেদিন শুনলাম, আমাদের বিদ্যালয় থেকে মেলায় নিয়ে যাওয়া হবে, সেদিনই ঠিক করেছিলাম একটা এমপি ফোর কিনবো এ মেলা থেকে। একটা এমপি ফোর কিনলাম। মেলায় কেনার আরো একটি কারণ বাইরের চেয়ে এ মেলায় দাম কম’। মেলায় এসে কেমন লাগছে এমন প্রশ্নের জবাবে একই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী চুমকি হাসান জানালো ‘মেলায় এসে আমার খুব ভাল লাগছে। অনেক সর্বাধুনিক প্রযুক্তির পণ্য দেখতে পারছি। বিশেষ করে ল্যাপটপগুলো। এগুলো সম্পর্কে জানতে পারছি। আমার মনে হয় প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের এ ব্যাপারগুলো জানা উচিত। এ কারণে নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবতী মনে করছি’।

এরপর একে একে সব ছাত্রী-ছাত্রী সারিবদ্ধভাবে চলে এল বারো তলায়। সেখানে তাদের জন্য বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অনুষ্ঠান মঞ্চে একে একে আমন্ত্রণ জানানো হল– বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি জনাব মোস্তাফা জব্বার, মেলা কমিটির আহ্বায়ক জনাব এ.টি. শফিক উদ্দিন আহম্মদ এবং আলী হোসেন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সাবিহা বেগমকে।

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি জনাব মোস্তাফা জব্বার তার বক্তব্যের শুরুতে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি সম্পর্কে বলেন– এটা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৭ সালে এবং আমরা ১৯৯৩ সালে কম্পিউটার বিষয়ক প্রথম মেলা করি। তখন তিন হাজার বর্গফুট ছিল মেলার জায়গা। আর আজকে এই ১৫ বছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়ে গেছে প্রায় এক লক্ষ বর্গফুটে। ১৯৯৬ সাল থেকে যে পাঠ্যবই পড়ানো হয় কম্পিউটার বিষয় তার লেখক কে? -এরকম একটি প্রশ্ন ছুড়ে দেন তিনি ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে। এই প্রশ্নের জবাবে কয়েকজন ছাত্রী সমস্বরে চিৎকার করে বলে ওঠে ‘মোস্তাফা জব্বার’। মোস্তাফা জব্বার আবার শুরু করলেন তার বক্তব্য– ‘তোমাদের শুধু স্কুল ড্রেসটা থাকলেই হবে এই মেলায় প্রবেশের

12th Floor, Sonartori Tower, Plot # 12, Biponon C/A, Sonargaon Road, Dhaka – 1000, Bangladesh
Tel: +880 2 9670955/56, Fax: +880 2 9670955/56 Ext. 108, Email: samity@agni.com, URL: www.bcs.bd.org

জন্য। তোমাদের এবং তোমাদের ছোট ভাই বোনদের মেলায় প্রবেশ সম্পূর্ণ ফ্রি করে দেয়া হয়েছে মেলা চলাকালীন যে কোন সময়ে। তিনি বলেন– কেউ কি আছো মেলার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলবে? দশম শ্রেণীর ছাত্রী ফারহানা আখতার সেতু জানালো 'মেলায় আসাটা তার জন্য খুবই আনন্দের। মোবাইলের মতো একটা কম্পিউটার তার খুব ভালো লেগেছে। আবার নবম শ্রেণীর ছাত্রী মুবিনা জানালো– 'আমি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে কম্পিউটার নিয়েছি। কম্পিউটার মেলায় এসে আমার মোটামুটি অভিজ্ঞতা হয়েছে'। রাহিমা আখতার জানালো– 'নোট বুক কম্পিউটার সম্পর্কে আমার জানার ইচ্ছা ছিল। মেলায় এসে এ বিষয়ে জানতে পারলাম'।

এরপর মেলা কমিটির আহ্বায়ক এ.টি. শফিক উদ্দিন আহম্মদ তার বক্তব্যে বলেন– 'তোমরা দেশের ভবিষ্যত। লেখাপড়া করে মানুষের মতো মানুষ হও। দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করো। এটাই তোমাদের কাছে আমার কামনা। এরই মাঝে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি জনাব মোস্তাফা জব্বার জানালেন দু'টি বিষয় নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান থাকা দরকার। এক. প্রত্যেকের ইন্টারনেট সম্পর্কে জ্ঞান থাকা এবং এর ব্যবহার জানা উচিত এবং দুই. প্রত্যেকেরই একটা ই-মেইল ঠিকানা থাকা উচিত।

সবশেষে আলী হোসেন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সাবিহা বেগম তার বক্তব্যে বলেন– খুবই ভাল লাগছে এরকম একটি মেলায় আমাদের স্কুলের ছাত্রীদের আনতে পেরে। আমি চাইবো, ভবিষ্যতে আরো এরকম মেলার আয়োজন করবেন কর্তৃপক্ষ এবং আমাদের মতো অন্যান্য বিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-ছাত্রীদের সেখানে এরকম ঘুরে দখার সুযোগ করে যেন দেয়া হয়।

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির মূল কমিটির সদস্য জনাব ইউসুফ আলী শামীম দুটো কুইজ জিজ্ঞেস করেন ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে– 'এই মেলার আয়োজক কারা?' এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।' প্রশ্নের উত্তরে সঠিক উত্তরদাতাকে পুরস্কৃত করা হয়। এরপর ছাত্রীরা ফ্রি ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পায়। তারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা খোলে। আবার পাশের কক্ষেই রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কম্প্যিটার গেমস-এর ব্যবস্থা - সেখানেও তারা লেগে যায় গেম খেলতে। তারা মেতে থাকে হাসি আনন্দ আর মেলার উৎসব মেজাজে। তারা বি্সিএ্স সভাপতির অটোগ্রাফ নিয়ে মেতে ওঠে। তারা মেতে ওঠে বি্সিএস-এর সভাপতিসহ আয়োজকদের সাথে ছবি তুলতে। এমন আনন্দময় মুহূর্তের মাঝে ইন্টারনেট আর কম্পিউটার গেমসের জগৎ ছেড়ে তাদেরকে বাড়ী ফেরানো কষ্টকর হয়ে ওঠে প্রধান শিক্ষকা সাবিহা বেগম ও কম্পিউটার শিক্ষিকা মিলির জন্য।

মেলার অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটির চেয়ারম্যান ইউসুফ আলী শামীম জানান, আলী হোসেন বালিকা বিদ্যালয় থেকে মোট ৫০ জনকে মেলা ঘুরতে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং মেলার প্রতিদিনই বিভিন্ন স্কুল থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের আনা হবে।

সবার জন্য কম্পিউটার শ্লোগান নিয়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির উদ্যোগে 'বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮' দ্বিতীয় দিনে দর্শক উপচে পড়া ভীড় লক্ষ্য করা গেছে। এদের মধ্যে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের সংখ্যাই বেশি। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির পণ্য দেখা ছাড়াও আগত দর্শনার্থীরা মেলার বারো তলায় আমন্ত্রিত গেমিং জোনে গেম খেলছে এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে বিনামূল্যে।

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি
তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের জাতীয় সংগঠন

মেলা সংক্রান্ত তথ্যাবলী

দেশের সব চেয়ে বড় কম্পিউটার মেলা 'বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮'। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস)-এর উদ্যোগে ঢাকার নিউ এলিফ্যান্ট রোডস্থ মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারে অবস্থিত ইসিএস কম্পিউটার সিটিতে ৭ দিনব্যাপী এ মেলা চলবে ৫ এপ্রিল ২০০৮ পর্যন্ত।

কম্পিউটারের বাজার সম্প্রসারণ ও জনগণকে কম্পিউটার সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে 'সবার জন্য কম্পিউটার' এ শ্লোগান নিয়ে আয়োজিত হয়েছে এবারকার 'বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮'। ইসিএস কম্পিউটার সিটি নামক দেশের বৃহত্তম কম্পিউটার বাজারের ৭টি ফ্লোরের প্রায় এক লক্ষাধিক বর্গফুট এলাকা জুড়ে মেলা চলবে প্রতিদিন বেলা ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। এতে মোট ২৭৬টি প্রতিষ্ঠান ৩০০টি স্টলে এ শিল্পের সর্বাধুনিক পণ্য, প্রযুক্তি ও কলাকৌশল প্রদর্শন করছে।

'বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮' আয়োজনে সহযোগিতা করছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ আইসিটি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল। এ মেলার স্পন্সর হিসেবে রয়েছে বিশ্বখ্যাত চারটি ব্র্যাণ্ড পণ্য, যথা-আসুস, বেনকিউ লেক্সমার্ক এবং স্যামসাং, আর অফিসিয়াল আইএসপি-আকিজ অনলাইন। মেলার প্রবেশমূল্য ১০ টাকা, তবে স্কুল শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে প্রবেশের সুযোগ থাকছে ।

এবার মেলায় বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা পদ্ধতিতে সর্বাধুনিক ও সর্বশেষ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা ও এর সুফল সম্পর্কে ধারণা দিতেই এবারের মেলার আয়োজন। তাই ঢাকার ২০টি নির্বাচিত বিদ্যালয় থেকে বাসযোগে মেলা প্রাঙ্গনে শিক্ষার্থীদেরকে আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

'বিসিএস আইটিএক্সপো-২০০৮' শুধুমাত্র প্রথাগত মেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। এ আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযুক্তির বিভিন্ন পণ্যের সাথে পরিচয় ও গুণাগুণ বর্ণনা, শিশুতোষ কম্পিউটার শিক্ষা পদ্ধতি ও প্রতিযোগিতা এবং শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। আরও থাকছে সেমিনার, গেমিং জোন এবং ইন্টারনেট ব্রাউজিং সুবিধা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় চলবে মেলার উপর প্রেস ব্রিফিং এবং সাংবাদিক আড্ডা। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি'র সম্মানিত সভাপতি জনাব মোস্তাফা জব্বার 'বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮'-এর মুখপাত্র হিসেবে এই প্রেস ব্রিফিং করেন।

সংবাদ প্রেরক:

বি. এন. অধিকারী
চিফ অপারেটিং অফিসার
বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি